ভারতে সর্বাধিক প্রচারিত প্রথম শ্রেণীর বাংলা দৈনিক

আনন্দবাজার পত্রিকা

কলকাতা ২৬ আশ্বিন ১৪০৯ রবিবার ১৩ অক্টোবর ২০০২ শহর সংস্করণ ৪ টাকা

মহাসপ্তমীতে জনজোয়ার

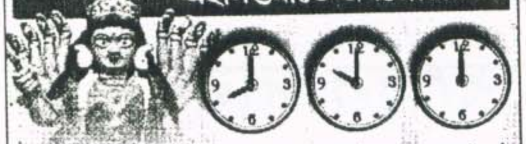

যোধপুর পার্ক	৭,০০০	১০,০০০	১৫,০০০
বাবুবাগান	৬,০০০	৯,০০০	১২,০৮০
সেলিমপুর পল্লী	৬,০০০	৮,০০০	১২,০০০
পার্কসার্কাস	৫,০০০	৭,০০০	১০,০০০
বাদামতলা আষাঢ় সংঘ	৫,০০০	৭,০০০	১০,০০০
শিবমন্দির	৫,০০০	৬,০০০	১০,০০০
মুদিয়ালি	৫,০০০	৬,০০০	১০,০০০
হিন্দুস্তান পার্ক	৫,০০০	৫,০০০	১০,০০০
সুরুচি সংঘ	৫,০০০	৫,০০০	১০,০০০
তেলেঙ্গাবাগান	৪,০০০	৪,০০০	৮,০০০

শ্রীভূমি, মহম্মদ আলি পার্ক, কলেজ স্কোয়ার, সন্তোষ মিত্র স্কোয়ার, একডালিয়া ও সিংহি পার্কে এমনিতেই ভিড় বেশি হয় বলে তালিকায় নেই। (*সূত্র: কলকাতা পুলিশ*) *গ্রাফিক্স: নীলরতন মাইতি*

মহাষ্টমীতে জনজোয়ার

যোধপুর পার্ক	৯,০০০	১২,০০০	১৮,০০০
বাবুবাগান	৮,০০০	১১,০০০	১৫,০০০
সেলিমপুর পল্লী	৮,০০০	৯,০০০	১৫,০০০
পার্কসার্কাস	৭,০০০	৯,০০০	১২,০০০
বাদামতলা আষাঢ় সংঘ	৭,০০০	৯,০০০	১২,০০০
শিবমন্দির	৭,০০০	৮,০০০	১১,০০০
মুদিয়ালি	৬,০০০	৮,০০০	১১,০০০
হিন্দুস্তান পার্ক	৬,০০০	৬,০০০	১১,০০০
সুরুচি সংঘ	৬,০০০	৬,০০০	১১,০০০
তেলেঙ্গাবাগান	৬,০০০	৬,০০০	৯,০০০

শ্রীভূমি, মহম্মদ আলি পার্ক, কলেজ স্কোয়ার, সন্তোষ মিত্র স্কোয়ার, একডালিয়া ও সিংহি পার্কে এমনিতেই ভিড় বেশি হয় বলে তালিকায় নেই। (*সূত্র: কলকাতা পুলিশ*) *গ্রাফিক্স: নীলরতন মাইতি*

মহানবমীতে জনজোয়ার

যোধপুর পার্ক	১২,০০০	১৫,০০০	২০,০০০
বাবুবাগান	১০,০০০	১২,০০০	১৮,০০০
সেলিমপুর পল্লী	১০,০০০	১২,০০০	১৫,০০০
পার্কসার্কাস	১০,০০০	১০,০০০	১২,০০০
বাদামতলা আষাঢ় সংঘ	১০,০০০	১০,০০০	১২,০০০
শিবমন্দির	১০,০০০	১০,০০০	১২,০০০
মুদিয়ালি	১০,০০০	১০,০০০	১২,০০০
হিন্দুস্তান পার্ক	৮,০০০	৯,০০০	১১,০০০
সুরুচি সংঘ	৮,০০০	১০,০০০	১১,০০০
তেলেঙ্গাবাগান	৮,০০০	১০,০০০	১০,০০০

শ্রীভূমি, মহম্মদ আলি পার্ক, কলেজ স্কোয়ার, সন্তোষ মিত্র স্কোয়ার, একডালিয়া ও সিংহি পার্কে এমনিতেই ভিড় বেশি হয় বলে তালিকায় নেই। (*সূত্র: কলকাতা পুলিশ*) *গ্রাফিক্স: নীলরতন মাইতি*

ভারতে সর্বাধিক প্রচারিত প্রথম শ্রেণীর বাংলা দৈনিক

আনন্দবাজার পত্রিকা

কলকাতা ২৭ আশ্বিন ১৪০৯ সোমবার ১৪ অক্টোবর ২০০২ শহর সংস্করণ ২ টাকা

শিল্পের দুর্দিনে মা বিষণ্ণ, কোথাও বা বেকারত্বের দানব-দলনী

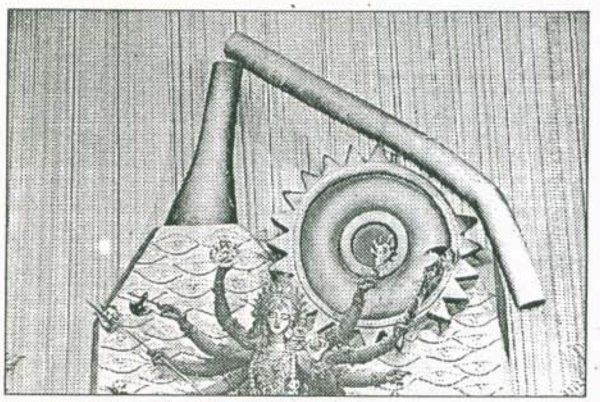

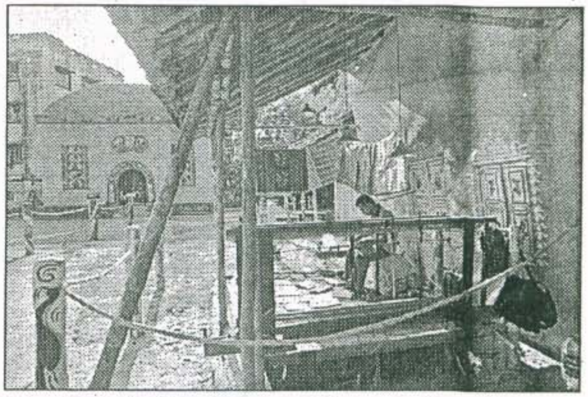

প্রতিমার পিছনে দোমড়ানো চিমনি, রাজ্যে শিল্পের বেহাল দশার প্রতীক। অন্যত্র আশা দেখাচ্ছে কুটির শিল্প। এক মণ্ডপে হতাশা, অন্যত্র স্বপ্ন। — প্রদীপ আদক

সন্দীপন চক্রবর্তী

এক মণ্ডপে হতাশার চিহ্নই প্রকট। অন্য মণ্ডপ স্বপ্ন দেখাচ্ছে। এক মণ্ডপে প্রতিমা এবং তার আশপাশের অলঙ্করণে বিষাদের ছাপ পরিষ্কার। অন্যটায় মা প্রকৃতই বিপদনাশিনী। বিপদ এখানে ভয়াবহ বেকারত্ব। মধ্য কলকাতার মহম্মদ আলি পার্ক এবং নিউ আলিপুরের সুরুচি সঙ্ঘ। মহম্মদ আলি পার্ক শিল্প-বাণিজ্যের হতশ্রী চেহারাটা ফুটিয়ে তুলেছে। সুরুচি সঙ্ঘ দিশা দেখাচ্ছে বেকারদের।

বাঙালির সেরা উৎসবের আর্থিক দুরবস্থার চেহারা ফুটিয়ে তোলার প্রয়াস যেমন নতুন, তেমনই চমক জাগানো থিম সুরুচি সঙ্ঘের। মা সেখানে স্বপ্নের ফেরিওয়ালা। ওড়িশি ঘরানার প্রতিমা আর ওড়িশার সূর্যনারায়ণ মন্দিরের ঢঙে মণ্ডপে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে লোকশিল্পের নানা নিদর্শন। যা মানুষকে রোজগারের পথ দেখায়। বেকারত্বের দুঃসহ জ্বালা মেটানোর প্রয়াস রয়েছে উদ্যোক্তাদের মধ্যে।

মহম্মদ আলি পার্কে দুর্গার মাথার ঠিক উপরের চালচিত্রের গড়ন কারখানার ধাঁচে। কারখানার চিমনি নুয়ে পড়েছে। দুর্গার পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে এক বিষাদমূর্তি। মূর্তির পরনে ধুতি-পাঞ্জাবি, তার জিভ বেরিয়ে পড়েছে। শ্রমিকদের হতশ্রী জীবনের প্রতিভূ সে। সঙ্গে অবশ্য প্রথামাফিক দশভুজার হাতে বধ হয়েছে অসুর। এই আবহে অন্য মাত্রা যোগ করেছে প্রতিমার বিষণ্ণ মেটে রং। রাজস্থানের মাউন্ট আবুর দিলওয়ারা মন্দিরের আদলে নির্মিত মণ্ডপের ভিতরে এক দিকে যেখানে অনুপম কারুকাজ, তার আর এক পাশেই প্রতিমায় ফুটে ওঠা মন খারাপের ছবি সহজেই নজর কাড়ে।

তা হলে কি এই আলো-আঁধারির ছবি পশ্চিমবঙ্গের শিল্প-পরিস্থিতিরই প্রতিফলন? পুজোর উদ্যোক্তারা সেটা মানতে রাজি নন। পুজো কমিটির সম্পাদক মুন্নালাল বুচ্চা বলেন, "শুধু এই রাজ্যের কথা কেন বলছেন? সারা দেশেই তো শিল্পের এই রকম হতশ্রী অবস্থা। এটা তো গোটা দেশেরই একটা ক্ষুদ্র ছবি।" রুগ্ণ ও বন্ধ কারখানা কি শুধু ধুঁকতে থাকা শিল্পেরই জলছবি, নাকি সেই সঙ্গেই ধরা আছে বিশ্বায়নের অন্ধকার মুখটাও? এই বিতর্কে অবশ্য ঢুকতে চান না উদ্যোক্তারা।

মুন্নালাল বললেন, "আমাদের শিল্পী একটু অন্য রকম ঠাকুর গড়ার চেষ্টা করেছেন। এখানে শুধু দেবীদর্শন নয়, তার সঙ্গে একটা সঙ্কেত দেওয়ার চেষ্টাও থাকছে। সেটা বুঝে নিতে হবে। কার মাথায় এসেছিল এই প্রতিমায় এই অভিনবত্বের পরিকল্পনা, এই প্রশ্নের উত্তর অবশ্য জানা যায়নি।

মহম্মদ আলি পার্কের ঠিক বিপরীত ছবিটা প্রতিফলিত হচ্ছে সুরুচি সঙ্ঘের মণ্ডপে। ক্লাবের সভাপতি অরূপ বিশ্বাসের সাফ কথা, "পুজোর মাধ্যমে সমাজের যদি কিছু করতেই না-পারলাম, তা হলে আর কী লাভ!"

অরূপ নিজে যুবসমাজের প্রতিনিধি। তাঁর কথায়, "ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প যে আয়ের একটা বড় হাতিয়ার, সেটাই আমরা প্রকাশ করতে চেয়েছি আমাদের মণ্ডপসজ্জায়। ওড়িশা সরকার ও ব্যাঙ্কের সহযোগিতায় আমরা আমাদের মণ্ডপে দেখাব, কী ভাবে কুটির শিল্প বিশ্বের বাজারে স্থান করে নিয়েছে। কী ভাবে ওই শিল্প গড়তে ঋণ পাওয়া যায়, তা-ও বলা হবে। স্বপ্ন দেখানো নয়, আমরা স্বপ্ন সফল করতে চাই।"

সুরুচি সঙ্ঘের মণ্ডপে ওড়িশা ও পশ্চিমবঙ্গের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প দফতরের অফিসার ও কর্মীরা থাকছেন। তাঁরা বিলি করছেন ফর্ম। তা ছাপিয়ে দিয়েছে সুরুচি সঙ্ঘ। ক্ষুদ্র শিল্পে উৎসাহীদের দেওয়া হচ্ছে ঋণের আবেদনের ফর্ম। কোথায়, কী ভাবে, কার কাছে তা জমা দেওয়া হবে, তা জানানো হচ্ছে বিস্তারিত ভাবে। এক ধরনের কর্মসংস্থান কেন্দ্রের ভূমিকায় নেমেছে নিউ আলিপুরের পুজোটি।

পুজো যেখানে আনন্দময়ীর, সেখানে এই বিষাদের সুর ঠিক খাপ খায় কি? মুন্নালালের কথায়, "শ্রমিকশ্রেণীর দুর্দশাই এখানে মূল প্রতিপাদ্য। শ্রমিকেরাও তো আর-পাঁচটা মানুষের থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। তাদের কথা যদি বাঙালির আনন্দের দিনেও মনে পড়ে যায়, ক্ষতি কী?"

অরূপ আবার বিষয়টি দেখছেন অন্য ভাবে। তাঁর কথায়, "এ তো হারার আগেই হেরে বসে থাকা। জেতার জন্য চেষ্টা করতে দোষ কী? শুধু নেই নেই বলে ঘরে বসে থেকেই বা কী লাভ?"